পুরবোর্ডগুলির ক্ষমতা ছাঁটতে চলেছে রাজ্য সরকার

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ কোনো পুরনিগম বা পুরসভা আর মর্জিমাফিক কর্মীদের পদোন্নতি বা ইচ্ছে হলেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না। পুরনিগমের আমলাদের সুপারিশের ভিত্তিতে সমস্ত বিষয়টিই এখন থেকে দেখবে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। গত ৩১ ডিসেম্বর রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে এমনই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি দ্রুত কার্যকর করার কথা বলে কীভাবে পদোন্নতি সহ অন্যান্য বিষয়ে আমলারা রিপোর্ট দেবেন তার ফর্মাটও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি এই ধরনের কোনো সরকারি বিজ্ঞপ্তি এখনও দেখিনি। তবে, রাজ্য সরকার চাইলেই সব কিছু করতে পারে না। পুর আইনে কর্মী নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে বোর্ডকে কিছুটা ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে। তবে, সরকারের চূড়ান্ত অনুমতি নিতেই হত।'

পদোন্নতি, নিয়োগে আমলাদের রিপোর্টে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য

ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ রুল, ২০১০ অনুযায়ী পুরনিগম এবং পুরসভাগুলিতে কর্মী নিয়োগ, কর্মীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্থানীয় বোর্ডকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। মেয়র ইন কাউন্সিলের (এমআইসি) সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে বোর্ড অব কাউন্সিলারের সভায় সেই প্রস্তাব পেশ করতে হত। সেখানেই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই সমস্ত প্রক্রিয়া করতে হত। তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়র বা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি নিয়োগ কমিটি তৈরি করা হয়। কিন্তু এখন থেকে যেকোনো কর্মীর পদোন্নতি, নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরসভার আমলারাই শেষকথা বলবেন। সরকারি সূত্রের খবর, বিভিন্ন পুরসভায় যে দল যখন ক্ষমতায় থাকে তখন তারা নিজেদের পক্ষের লোকজনকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া, পদোন্নতি দেওয়া এবং বিরোধী পক্ষের লোকজনকে অযথা শাস্তির কোপে ফেলার চেষ্টা করে থাকে। এতদিন ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ রুলে এই সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে কীভাবে পদোন্নতি বা শাস্তি হবে তার কোনো সঠিক রূপরেখা ছিল না। আমলারা কীভাবে কর্মীদের কাজের গুণমান বিচার করবেন, নতুন বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সেটাও রীতিমতো ফর্ম ছাপিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে। সেই ফর্মে দেখা যাচ্ছে, কর্মীদের মার্কস অর্থাৎ নম্বর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ১–১০ নম্বরের মধ্যে 'গতানুগতিক' থেকে শুরু করে 'ভালো', 'খুব ভালো' পর্যন্ত নম্বর দিতে পারবেন আমলারা। এখানে কর্মীর ব্যবহার, কাজের প্রতি আগ্রহ, কাজের প্রতি জ্ঞান, উপস্থিতির হার, সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার সবটাই উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। সেই রিপোর্টকার্ডের ভিত্তিতেই কর্মীদের পদোন্নতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। অর্থাৎ এখন থেকে নির্দিষ্ট মার্কশিট বা রিপোর্টকার্ডের ভিত্তিতেই কর্মীদের পদোন্নতি হবে।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান ভূষণ সিং অবশ্য রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পুরসভা এবং পুরনিগমগুলির কাজে আরও স্বচ্ছতা নিয়ে আসার জন্যই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি। পুর দপ্তর যেভাবে আমাদের নির্দেশ দেবে সেইমতোই কাজ করা হবে।'

বিহারে যাওয়ার একমাত্র সেতুর মুখে ধস

বাপিকুমার দাস ● চাঁচল

১০ জানুয়ারি ঃ চাঁচল থেকে বিহার যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটিতে সংযোগস্থাপন করছে স্বরূপগঞ্জ সেতু। তবে সেতুটি যাওয়ার রাস্তায় একাংশে ধস নামায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা। মহানন্দা নদীর উপর প্রায় ৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের এই কংক্রিটের পাকা সেতুর একপাশে বড়ো ধরনের ধস নামার পরেই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে রাস্তাটি। দীর্ঘদিন ধরে বিপজ্জনকভাবে পড়ে থাকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী থেকে পঞ্চায়েত ও বিধায়কও।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৭ সালে চাঁচল থেকে বিহারের দিকে যাতায়াতের জন্য মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বরূপগঞ্জ এলাকায় মহানন্দা নদীর উপর ওই সেতুটি তৈরি হয়েছিল। খুব সহজই ছিল বাংলা–বিহার যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু হঠাৎ চাঁচল থেকে বিহারে যাওয়ার এই সেতুর মুখে একটি ধস নেমে অর্ধেক রাস্তা কেটে যায়। আর এতেই সেতুর দিকে যাওয়ার রাস্তাটি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। রীতি মতো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেখান দিয়ে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করছে। ফলে যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড়োসড়ো দুর্ঘটনা। এই অবস্থায় দ্রুত সেতুর মুখে রাস্তাটি মেরামতের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে যানবাহনের চালকরা। এ বিষয়ে চাঁচল বিধানসভার বিধায়ক আসিফ মেহেবুব বলেন, স্বরূপগঞ্জ সেতুতে ওঠার সামনের রাস্তায় ধস নেমেছে। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। বর্তমানে সেখানে ব্যারিকেড করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

কংগ্রেসের জেলাপরিষদের স্থানীয় সদস্য বন্দনা ঘোষ জানান, চাঁচল থেকে অতি সহজেই ওই সেতু পার হয়ে বিহারে যাওয়া যায়। বহু প্রতীক্ষার পর চাঁচলবাসী ওই এলাকায় মহানন্দা নদীর উপরে সেতুটি পান। প্রতিদিন বহু যানবাহন এবং মানুষজন ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু সেতুর সামনের অংশে একপাশে বিশাল ধস নামার ফলে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দ্রুত এটি মেরামত না করলে বড়ো ধরনের বিপদ ঘটতে পারে।

চাঁচলের মহকুমাশাসক সব্যসাচী রায় এ প্রসঙ্গে জানান, বিষয়টি শোনার পরে পূর্ত দপ্তরকে জানানো হয়েছে। সমস্যাটির যাতে দ্রুত সমাধান করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ডাউকিমারি বাজারের যানজট। ছবি ঃ উজ্জ্বল রায়

যানজটে নাজেহাল ডাউকিমারি বাজার

ধূপগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ প্রতিদিন যানজটে নাকাল হচ্ছেন ধূপগুড়ির ডাউকিমারির বাসিন্দারা। ডাউকিমারি বাজারের পথচলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়া, সাইকেল আরোহী সহ ব্যবসায়ী সকলকেই নাজেহাল হতে হচ্ছে বাজারের এই যানজটে। যানজটের জন্য প্রায় দিনই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। ফুটপাথ দখল হওয়া, পার্কিং ব্যবস্থা না থাকা এবং রাস্তার উপর যেখানে সেখানে গাড়ি রাখার জন্যই যানজট সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করছে বলে বাসিন্দারা মনে করছেন। তার উপর ফুটপাথহীন অপরিসর রাস্তা দখল করে দোকানপাট ও আনাজ বাজার বসে। রাস্তার ওপরই দীর্ঘক্ষণ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে বাস, ট্রেকার, লরি, রিকশা। টোটোর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা যানজট সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। অভিযোগ, টোটোগুলি যেখান সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যাত্রী ওঠানামা করায়। এর ফলে ডাউকিমারি বাজারে অন্য গাড়ি চলাচল করতে যেমন সমস্যা হচ্ছে, তেমনই পথচারীদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এব্যাপারে ধূপগুড়ি থানার ট্রাফিক ওসি সৈকত ভদ্র কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তবে তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

ডাউকিমারি বাজার কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক অর্জুন সরকার বলেন, 'বাজারের যানজট সমস্যাই এখন সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। রাস্তার দু'ধারে দোকানপাট বসা, ব্যবসায়ীদের মোটরবাইক বা সাইকেল ইত্যাদি রাস্তার দু'ধারে দোকানের সামনে রাখার কারণেই এই যানজট সৃষ্টি হয়।' এবিষয়ে বাজারের ব্যবসায়ী, বাজার কমিটি ও প্রশাসনকে যানজট মুক্তবাজার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। এলাকাবাসী পরিমল রায়, শ্যামল রায় বলেন, 'আমরা এই যানজট থেকে মুক্তি চাই। দিন দিন যানজট সমস্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।'

যানজটের কারণে বাজারে যে সমস্যা হচ্ছে সেকথা মেনে নিয়ে বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গোপাল সাহা বলেন, 'পার্কিং সমস্যা না থাকায় এ সমস্যা আরও বেশি হচ্ছে। বিশেষ করে হাটের দিন রবিবার ও বুধবার এই সমস্যা আরও প্রকট হয়। আমরা পার্কিং ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করব।'

ডাউকিমারি ডিএন উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী কমলিকা রায় বলে, 'প্রায়ই স্কুল যাওয়ার পথে বা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে যানজটে পড়তে হয়। বিশেষ করে বুধবার হাটের দিনে রাস্তায় টোটোগুলো দাঁড়িয়ে থাকায় ও বড়ো বড়ো গাড়ি এই পথে আসায় যানজট সৃষ্টি হয়। যানজটের ফলে আমাদের অনেক সময় স্কুল পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়।'

বসার আসনে সবজির ঝুড়ি, ক্ষোভ ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে

হলদিবাড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ হলদিবাড়ি–কলকাতা ইনটারসিটি এক্সপ্রেসে যাতায়াতে ক্ষোভ বাড়ছে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে। হলদিবাড়ি থেকে সকালে ত্রিসাপ্তাহিক যে ট্রেনটি কলকাতা যাত্রা করে তাতে সবজি ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ নিত্যযাত্রীরা। সবজি ব্যবসায়ীরা সবজি নিয়ে এই ট্রেনেই যান শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন বাজারে। সাধারণ কামরার পাশাপাশি সংরক্ষিত কামরার সিটের ওপর সবজি ভরতি বস্তা, ঝুড়ি ও ব্যাগ রাখা হয়। অভিযোগ, রেলকর্মীদের একাংশের মদতে এভাবে অবৈধভাবে প্যাসেঞ্জার বগিতে সবজি পরিবহণ করা হয়। সমস্যা পোহাতে হয় নিত্যযাত্রীদের।

নিত্যযাত্রী সুকমল রায়, শ্যামল বর্মন, রতন দাসদের অভিযোগ, প্যাসেঞ্জার বগিতে সবজি পরিবহণের সমস্যা শুধু ইনটারসিটি এক্সপ্রেসে নয়, একই সমস্যা হলদিবাড়ি–শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনেও। এতে অসুবিধা হলেও সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। প্রতিবাদ করলে সবজি ব্যবসায়ীদের কটূক্তি শুনতে হয়। শীতের মরশুমে এই সমস্যা বৃদ্ধি পায়। সব জেনেও অদ্ভুতভাবে চুপ করে থাকে কর্তৃপক্ষ। তাঁদের অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা বসার আসন, শৌচাগারের সামনে, দরজার সামনে সবজি ভরতি বস্তা রেখে যাতায়াত করে। এতেই সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। অন্যদিকে, সবজি ব্যবসায়ীরা জানান, তাঁরা মাস্থলি টিকিট কাটেন। ট্রেনের পরিবর্তে গাড়ি ভাড়া করে সবজি পরিবহণ করলে লাভের অঙ্ক কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রে লোকসানও হয়। তাই তাঁরা ট্রেনেই সবজি পরিবহণ করেন। এই বিষয়ে হলদিবাড়ি স্টেশনের স্টেশন মাস্টার সত্যজিৎ তেওয়ারি বলেন, সবজি ব্যবসায়ীরা মাস্থলি টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠেন। তাঁরা সঙ্গে একটা বোঝা নিতে পারেন। কিন্তু সিটে রাখা ঠিক নয়। রেলের তরফে মাঝেমধ্যেই অভিযান চালানো হয়।

দলবদল

ক্রান্তি, ১০ জানুয়ারি ঃ রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলাবাড়িতে এক সভায় সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন সিপিএমের লোকাল কমিটির সদস্য রেয়াজ চৌধুরি এবং তাঁর স্ত্রী নাজমুল নেহার। তাঁদের সঙ্গে আরও ২৫০ জন সিপিএমের কর্মী–সমর্থক দলত্যাগ করেন বলে দাবি করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নাজমুল নেহার সিপিএমের জেলাপরিষদের প্রার্থী ছিলেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মালের বিধায়ক বুলু চিকবড়াইক, মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি মহুয়া গোপ, তৃণমূল নেতা শ্যামল বিশ্বাস, পঞ্চানন রায় সহ দলের অন্য নেতারা।

শীতবস্ত্র বিতরণ ঃ বৃহস্পতিবার ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল যুবর উদ্যোগে রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দক্ষিণ হাঁসখালিতে শতাধিক গরিব মানুষকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ব্লক সভাপতি মেহবুব আলম (বুলু), যুব নেতা বাচ্চু মহাম্মদ, মনতোষ গোপ, বাবলু ওরাওঁ প্রমুখ।

DARJEELING MUNICIPALITY
1, LADEN LA ROAD, DARJEELING
RECRUITMENT NOTICE

Notice No : 01/DarjMun/2018 Dated : 29.12.2018

1. Applications are invited from eligible Indian Citizens residing within the Darjeeling Municipality area and Gram Panchayat areas under the jurisdiction of three blocks of Darjeeling-Pulbazar, Jorebungalow-Sukhiapokhari & Rangli-Rangliot under Sadar Sub-Division of this district (except those applying for Exempted & Ex-Servicemen category) for the recruitment examination scheduled to be held to fill up the following permanent vacant posts in the office of Darjeeling Municipality as stated hereunder.
2. The eligibility criteria/qualification for different posts are given below:-

Sl. No	Name of the Post	No of Vacancy	Minimum Qualification	Age (as on 01.12.2018)
1	Peon	13 (Thirteen) UR-3, SC-3, ST-2, OBC (Cat.A)-2, UR (EC)-2, UR (PWD)-1	Class VIII Passed, with ability to read & write English/Nepali/Hindi	18 to 40 yrs for UR candidates, 3 yrs relaxation for OBC & 5 yrs relaxation for SC/ST Candidates
2	Safai Worker	54 (Fifty Four) UR-15, UR (EC)-9, UR (Ex-Ser)-2, UR (PWD)-1, SC-8, SC(EC)-3, SC (Ex. Ser)-1, ST-1, ST (EC)-1, ST (Ex.Ser)-1, OBC (A)-3, OBC (A-EC)-1, OBC (A-Ex.Ser)-1, OBC (B)-2, OBC (B-EC)_2, OBC (B-Ex. Ser)-1, UR (Sports)-2	Ability to read & write Nepali/Hindi. Prior experience of working as Sweeper/Safai Worker in any institution/School/office is mandatory.	
3	Lower Division Clerk (LDC)	4 (Four) UR-1, SC(EC)-1, OBC (Cat A)-1, OBC (Cat B)-1	Matriculation (10th) Passed, with proficiency in Computer Knowledge of MS Word & Excel.	

Last date for submission of application-25.01.2019 upto 4.00 p.m.
For further details, please visit our office notice board or official website-www.darjeelingmunicipality.org.in

Chairman
Darjeeling Municipality
Darjeeling